তারিখ 22 OCT 1986
পৃষ্ঠা ... ৮ ...

দৈনিক ইনকিলাব

200

উপজেলা পরিক্রমা

বালাগঞ্জ

।। মোহাম্মদ বদরুল আলম চৌধুরী ।।

সিলেট সদর থেকে ২৩ মাইল দূরে কুশিয়া তীরে অবস্থিত বালাগঞ্জ উপজেলা সদর। যেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক মরহুম জেনারেল ওসমানীর পৈত্রিক আবাসভূমি ছাড়াও অসংখ্য পীর আউলিয়ার পূর্ণ স্মৃতি বিজরিত। সরকার বালাগঞ্জকে আদর্শ উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বালাগঞ্জের লোকসংখ্যা ১ লাখ ৯৬ হাজার ৭শ' ৭২ জন, ইউনিয়ন ১৪টি, গ্রামের সংখ্যা ৪৫২টি, মোট পরিবার সংখ্যা ২৯ হাজার ৬শ' ৪৮টি।

শিক্ষা

উপজেলার শিক্ষিতের হার ২০ দশমিক ৮ ভাগ। মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬টি, উচ্চ বিদ্যালয় ১১টি, বালিকা বিদ্যালয় ১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪৪টি ও মাদ্রাসা ৩৪টি রয়েছে।

কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। আসবাবপত্র, শিক্ষক, ভবন, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সর্বোপরি অর্থনৈতিক সংকট বিদ্যমান।

যোগাযোগ

সিলেট উপজেলা সদর থেকে বালাগঞ্জ উপজেলা সদর এই ২৩ মাইল সড়ক পাকা। বাকী ১৬৮টি সড়ক কাঁচা। তারমধ্যে বুরুঙ্গা ও গোয়ালাবাজার-খাদিমপুর সড়ক দু'টি পাকার পরিকল্পনা বহু পূর্বে নেয়া হয়েছে। বুরুঙ্গা সড়কের আংশিক কাজ হলেও আর্থিক অসুবিধাজনিত কারণে তাও বন্ধ।

কৃষি

বালাগঞ্জ উপজেলার মৌজার সংখ্যা ২শ' ৩৭টি। কৃষি পরিবারের সংখ্যা ১৯ হাজার ১শ' ৫২টি, ফসলী জমির পরিমাণ ৬৭ হাজার ৭শ' ৩০ একর। কৃষি উপকরণ, সার, বীজ এবং বিদ্যুৎ সংকটের কারণে কৃষি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

হাট-বাজার

উপজেলার হাট-বাজারের সংখ্যা ৫৪টি। হাট-বাজারগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত। কাঁদায় ভরপুর হাট-বাজারগুলোর রাস্তা-ঘাট। রাস্তা-ঘাটে অসংখ্য ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে পড়ে থাকে। হাট-বাজারগুলোর অধিকাংশ নলকূপই বিকল। হাট-বাজারগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে।

কুটির শিল্প

বালাগঞ্জের শীতল পাটি দেশ বিখ্যাত। কিন্তু প্রয়োজনীয় উপকরণ ও আর্থিক সংকটের কারণে উৎপাদন কম হচ্ছে। কুটির শিল্পের উন্নতিকল্পে ২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হলেও কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও গাফলতির জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

স্বাস্থ্য

এ উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১টি, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৬টি, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১টি, টিউবওয়েল ১ হাজার ৪শ' ৯২টি। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। জীবন রক্ষাকারী ওষুধের অভাব, এক্স-রে মেশিন নেই। প্রতিদিন শত শত মানুষ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে এসে শুধুমাত্র ট্যাবলেট আর মিকচার ছাড়া আর কিছুই পায় না। উপজেলার অধিকাংশ টিউবওয়েল বিকল থাকায় বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানা প্রকার রোগ-ব্যধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।